ভোরের কাগজ

তারিখ ... 26 SEP 1998 ...
পৃঃ 8 কলাম ... 2 ......

এইচএসসির ফল

১৯৯৮ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে গত বৃহস্পতিবার। এ বছর পাঁচটি বোর্ডে সমন্বিত প্রশ্নপত্রের অধীনে একযোগে পরীক্ষা নেওয়া হয়। মোট ৪ লাখ ৭৯ হাজার ২৮ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। পাস করেছে ২ লাখ ২০ হাজার ৭৪৮ জন। পাসের গড় হার ৪৬ শতাংশ। এ বছর ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ভালো ফল করেছে। যদিও পাঁচ বোর্ডের মধ্যে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র এস এম নিয়াজ আরিফিন চারটি লেটারমার্কসহ সবচেয়ে বেশি নম্বর ৯৫৩ পেয়ে প্রথম হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, গ্রামাঞ্চলের পরীক্ষার্থীদের চেয়ে শহরের ছেলেমেয়েরা ভালো করেছে। গত দুবছরের এইচএসসির ফলের তুলনায় চলতি বছরের ফল তুলনামূলকভাবে ভালো। '৯৭ সালে পাসের হার ছিল ৩৭ দশমিক ৩৬ শতাংশ আর '৯৬ সালে এ হার ছিল ২৪ দশমিক ৭৭ শতাংশ।

বাংলাদেশে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দুটির গুরুত্ব অপরিসীম। উচ্চ শিক্ষার সোপানে পা রাখার ক্ষেত্রে এ দুটি পরীক্ষা মেধা যাচাই ও তাদের পরবর্তী শিক্ষা-বিষয় নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে।

এই সুযোগ এবার পাচ্ছে যারা উত্তীর্ণ হয়েছে এইচএসসি পরীক্ষায়। কিন্তু এঁদের সবাই কি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হতে পারবে? প্রশ্নটি বড়ো হয়েই দেখা দিয়েছে এ কারণে যে, অনেক কৃতী ও উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীই আসন সংখ্যা কম হওয়ার কারণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারবে না। তাই তাদের অনেককে অনেক কম নামী কলেজে ভর্তি হতে হবে। আর কিছু শিকার হবে একেবারেই ভর্তি না হতে পারার দুর্ভাগ্যের। এর কারণ, উচ্চ শিক্ষায়তনের অভাব। প্রতিবছর লাখ লাখ ছেলেমেয়ে এইচএসসি পাস করলেও তাদের ভর্তি করে নেওয়ার মতো আসন নেই বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে।

আর যারা পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি, তাদের ভবিষ্যৎ কী? তারা যে মেধা যাচাইয়ে অনুত্তীর্ণ হয়েছে, এর জন্য কি কিছুটা দায়ী নয় দেশের সামগ্রিক শিক্ষা পরিবেশ? গ্রামের কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা কেন ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে? কেন গ্রামের কলেজগুলোর মান বাড়ানো যায়নি?

পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছেলেমেয়েরা আজ কী করবে? তারা হতাশায় নিমজ্জিত হবে এবং কর্মজীবনে ঢোকার চেষ্টায় তারা যখন ব্যর্থ হবে, তখন তারা কি করবে? সমাজে আজ যে যুবশক্তির দুর্নাম ও দুর্দশা, তার জন্য কারা দায়ী হবে?

অর্থাৎ যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না এবং যারা অনুত্তীর্ণ হয়েছে, তারা উভয়েই কম-বেশি হতাশায় ভুগবে, সকল আনন্দই তাদের পর্যবসিত হবে চরম নিরানন্দে। এই নিরানন্দ জাতির জন্য দুর্ভাগ্যের। এর অবসান হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয় নিয়ে এখনই বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। সরকারের শিক্ষাদৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে, একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার অনুসারী করা প্রয়োজন।

আমরা অভিনন্দন জানাই '৯৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল পরীক্ষার্থীকে। তারা আগামীতে আরো ভালো ফল করুক, এটাই আশা করি।

অর্থাৎ যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না এবং যারা অনুত্তীর্ণ হয়েছে, তারা উভয়েই কম-বেশি হতাশায় ভুগবে, সকল আনন্দই তাদের পর্যবসিত হবে চরম নিরানন্দে। এই নিরানন্দ জাতির জন্য দুর্ভাগ্যের। এর অবসান হওয়া প্রয়োজন।